যুগান্তর

তারিখ 13 JUL 2005
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের প্রহার করতে পারবেন না

আদেশ জারি হচ্ছে

যুগান্তর রিপোর্ট

আর কোন শিক্ষক শারীরিকভাবে কোন শিক্ষার্থীকে প্রহার করতে পারবেন না। সরকার শিগগির এ বিষয়ে একটি আদেশ জারি করতে যাচ্ছে। এই আদেশ অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে একাডেমিক এবং ডিসিপ্লিনারি শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর এ বিষয়ে একটি খসড়া অফিস আদেশ চূড়ান্ত করেছে।

জানা যায়, বহুল আলোচিত নয়াটোলা সরকারি

প্রহার : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

প্রহার : শিক্ষক

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র দিপু ইসলামের মৃত্যুর পর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর থেকে এ বিষয়ে অফিস আদেশ জারির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। গত সপ্তাহে শিক্ষকের বেদম প্রহারে দিপুর মৃত্যু ঘটলে এ নিয়ে দেশব্যাপী তোলপাড় শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত কবর থেকে লাশ উত্তোলন করে ময়নাতদন্ত করা হয়। ময়নাতদন্তে প্রহারের চিহ্নও পাওয়া যায়। অভিভাবকরা প্রশ্ন তোলেন, শিক্ষকরা শাসনের নামে শিক্ষার্থীদের কতটুকু প্রহার করতে পারেন বা আদৌ পারবেন কিনা এবং শাসনের ধরন কী রকম হতে পারে তা নির্ধারণ করা উচিত।

এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক মোঃ আবদুল মজিদ শাহ আকন্দ গতকাল যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষকরা আর শিক্ষার্থীদের প্রহার করতে পারবেন না- এ ধরনের একটি অফিস আদেশ খসড়া করা হয়েছে। অধিদফতরের মহাপরিচালক ঢাকার বাইরে থাকায় বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়নি। তিনি ঢাকায় এলেই বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, দু'তিন দিনের মধ্যেই এই অফিস আদেশ জারি হবে। তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ইদানীং শিক্ষার্থীদের প্রহারের কিছু কিছু ঘটনা ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। সেজন্য এই পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। তবে তিনি বলেন, এটা কোন নতুন অফিস আদেশ জারি নয়। পুরনো জিনিসকেই মনে করিয়ে দেয়া মাত্র।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ১৯৯৫ সাল থেকে আইন করে